বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

বিচারপতি জনাব মির্জা হোসেইন হায়দার

সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-৩১৫/২০১৭

(সিভিল আপীল নং-০১/২০১০ মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ২৪.০৫.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত)

বাংলাদেশ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (একটি নিবন্ধিত অংশীদারী ফার্ম), পক্ষে ব্যবস্থাপনা অংশীদার জনাব ইফতেখার হোসাইন- ২৭৮, তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল, ঢাকা এবং অপর একজন।

.....পিটিশনারগণ

বনাম

দিনে আরা বেগম এবং অন্যান্য

.....রেসপনডেন্টগণ

পিটিশনারগণের পক্ষে: জনাব ফরিদ আহমেদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, ইন্সট্রাক্টেড বাই জনাব মো: তৌফিক হোসেন, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড।

রেসপনডেন্ট নং ১ এর পক্ষে : অ্যাডভোকেট জনাব মহসিন রশিদ এবং অ্যাডভোকেট নাজনীন নাহার, ইন্সট্রাক্টেড বাই জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড।

রেসপনডেন্ট নং ২-১৩ এর পক্ষে : কেউ প্রতিনিধিত্ব করেননি।

শুনানির তারিখ : ১৭ মে ২০১৮

রায়

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, প্রধান বিচারপতি

১. আপীল বিভাগ কর্তৃক সিভিল আপীল নং-০১/২০১০ এ প্রদত্ত বিগত ২৪.০৫.২০১৬ খ্রি: তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে আপীল মঞ্জুর করে হাইকোর্ট বিভাগের রীট মামলা নং ৯২৬৮/২০০৭

এর গত ০৭.০৮.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা রুল চূড়ান্ত করার আদেশ বাতিলকরণ হতে এই রিভিউ পিটিশনটি উদ্ভূত হয়েছে ।

২. এই রিভিউ পিটিশন এর সারসংক্ষেপ হলো:

১নং রিভিউ পিটিশনার অন্যান্য দাবির মধ্যে এই মর্মে রীট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যে, নুর হোসেন, মোশারফ হোসেন এবং তোজাম্মেল হোসেন নামক তিন সহোদর ভাই এবং জনৈক সগীর আহমেদ গত ০৭.০৫.১৯৫৭ তারিখের একটি অংশীদারিত্ব চুক্তির দ্বারা প্রাথমিকভাবে মেসার্স ইস্ট পাকিস্তান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামীয় একটি অংশীদারী ফার্ম গঠন করেছিলেন (ইকবাল হোসেন নামে অপর এক ভাই নাবালক হিসেবে উক্ত অংশীদারিত্বে অন্তর্ভুক্ত ছিল)। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার গত ২৬.০৮.১৯৬০ তারিখে ঢাকা জেলার তেজগাঁও শিল্প এলাকাস্থ শিল্প দাগ নং ২৭৮ ভুক্ত ১ (এক) একর পরিমাণ এক খন্ড জমি উক্ত অংশীদারী ফার্মের নামে বরাদ্দ প্রদান করেন। অংশীদার নুর হোসেন ২৩.০৭.১৯৬৮ তারিখে তার দুই ছেলে আনোয়ার হোসেন ও ইফতেখার হোসেন, চার কন্যা জিন্নাত হোসেন (জিনাত হোসেন), জেসমিন হোসেন (নাবালিকা), ইসরাত হোসেন (নাবালিকা), শারমিন হোসেন (নাবালিকা), বিধবা স্ত্রী রওশন আরা হোসেন এবং মা জোহরা খাতুনকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন । তারা নুর হোসেনের আইনগত উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত ফার্মের অংশীদার হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে নাবালক ইকবাল হোসেন সাবালকত্ব অর্জন করে গত ২৪.০৭.১৯৬৮খ্রি: তারিখের পুনঃসম্পাদিত অংশীদারিত্ব দলিলের ভিত্তিতে অন্যদের সাথে একজন পূর্ণাঙ্গ অংশীদার হয়েছিলেন। উল্লিখিত শিল্প প্লটের বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং উক্ত অংশীদারী ফার্মের মধ্যে গত ২০.০১.১৯৭০ তারিখে ৯৯ বছরের জন্য একটি ইজারা দলিল সম্পাদন করা হয়েছিল এবং তা গত ১৭.০২.১৯৭১ তারিখ নিবন্ধিত হয়েছিল। গত ৩১.০৮.১৯৭০ তারিখ অন্য একজন অংশীদার মোশারফ হোসেন তৎকালীন ঢাকার ৩য় সাব-জজ আদালতে ৬৫/১৯৭০ নং মোকদ্দমায় আপস-মীমাংসার ডিক্রির শর্ত অনুসারে অংশীদারী ফার্ম থেকে পদত্যাগ করেন। স্বাধীনতার পরে ফার্মটির নাম একটি সংশোধনী দলিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার ইন্ডাট্রিজ হিসেবে নাম পরিবর্তিত হয়। ফলশ্রুতিতে পরিবর্তিত নামটি ফার্মের রেজিস্ট্রারে নিবন্ধন করা হয়েছিল। অতঃপর একদিকে মৃত নুর হোসেনের উত্তরাধিকারীগণ অর্থাৎ রওশন আরা হোসেন, জনাব ইফতেখার হোসেন, জনাব আনোয়ার হোসেন এবং জিনাত হোসেন এবং অন্যদিকে জনাব তোজাম্মেল হোসেন, জনাব ইকবাল হোসেন, জোহরা খাতুন এবং জনাব সগীর আহমেদ নামীয় অংশীদারগণ কর্তৃক গত ৩১.১২.১৯৭৫ তারিখে ফার্মটি বিলুপ্তির জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (সংযুক্তি-ডি)। উপরোল্লিখিত অংশীদারিত্ব বিলুপ্তির পর আনোয়ার হোসেন এবং ইফতেখার হোসেন, চার কন্যা জিনাত হোসেন, জেসমিন হোসেন (নাবালিকা), ইশরাত হোসেন (নাবালিকা) এবং শারমিন হোসেন (নাবালিকা) এবং বিধবা রওশন আরা হোসেন নামীয় মৃত নুর হোসেনের উত্তরাধিকারীগণ অংশীদারী ব্যবসা পরিচালনার জন্য গত ০১.০১.১৯৭৬ তারিখে একটি

নতুন অংশীদারিত্বের চুক্তি সম্পাদন করেন (অংশীদারী সুবিধায় নাবালিকাগণকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়) (সংযুক্তি-ই) এবং তারা তা যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের নিকট গত ০৯/১১/১৯৭৬ খ্রি: তারিখে অংশীদারিত্ব আইনের অধীনে নিবন্ধন করেন, যার নিবন্ধন নং পি.এফ/২২২৮৫ (ভুলক্রমে পি.আর ৩৩৩৮৫ হিসেবে লিখিত হয়)। অতঃপর মৃত তোজাম্মেল হোসেনের উত্তরাধিকারীগণ (বর্তমান রেসপনডেন্টগণ) ১নং রীট রেসপনডেন্টের অফিসে তাদের শেয়ার (অর্থাৎ বিলুপ্তি দলিল অনুযায়ী দুই বিঘা জমি, সংযুক্তি-ডি) অনুসারে বাংলাদেশ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের জায়গা তাদের নামে নামজারি করার জন্য একটি দরখাস্ত দাখিল করেন। সিনিয়র সহকারি সচিব (রীট পিটিশনের ৩নং রেসপনডেন্ট) উপরিউক্ত পিটিশনের ভিত্তিতে গত ০৬.২.২০০৫ এবং ২০.০২.২০০৭ তারিখে যুগ্ম-সচিব (রীট পিটিশনের ২নং রেসপনডেন্ট) এর সম্মুখে স্ব-স্ব কাগজপত্রসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ জারি করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে তিনি তার গত ১২.০৬.২০০৭ তারিখে চিঠির মাধ্যমে নামজারির প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন (সংযুক্তি-আই)। তাঁর যুক্তি ছিলো-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় নামজারির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ মন্ত্রণালয়ের নেই। তথাপি তিনি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে চলমান মামলার ফলাফল অথবা ইতোমধ্যে যদি আপোস হয়, তবে তা সরকারকে অবহিত করার নির্দেশ দেন। রীট পিটিশনারের আরও বক্তব্য হলো গত ১২.০৬.২০০৭ তারিখের নোটিশ জারির পর বর্তমান ১ থেকে ৩ নম্বর রেসপনডেন্ট (রীট পিটিশনে ৭-৯ নম্বর রেসপনডেন্ট) উক্ত নোটিশের নির্দেশনা অনুসরণ করেননি এবং বর্তমান ১নং রিভিউ-পিটিশনারের (রীট পিটিশনার) অজ্ঞাতে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সাথে যোগসাজশে তাদের প্রতি কোনও প্রকার নোটিশ জারি না করে উক্ত দুই বিঘা জমি সংক্রান্তে তাদের নামে নামজারির অনুমোদন জ্ঞাপনকারী গত ১৩.০৯.২০০৭ তারিখের তর্কিত আদেশ (সংযুক্তি-জে) হাসিল করেন এবং একই সময়ে সহকারি কমিশনার ভূমি, তেজগাঁও, সার্কেল, ঢাকা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আদেশ তামিলের জন্য উক্ত আদেশ প্রেরণ করেন।

৩. ১নং রীট-রেসপনডেন্টের গত ১৩.০৯.২০০৭ তারিখে জারি করা পত্র দ্বারা সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে রীট পিটিশনারগণ হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীট পিটিশন দায়ের করেন এবং রীট পিটিশন নং-৯২৬৮/২০০৭ এ রুল নাইসাই প্রাপ্ত হন।

৪. রীট পিটিশনে উল্লিখিত মূল বিবৃতির বিরোধিতা করে ৭-৯ নম্বর রীট রেসপনডেন্টগণ এফিডেভিট-ইন-অপোজিশন দাখিল করে রুলের জবাব দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে তাদের দাবি হল, তারা পূর্ব পাকিস্তান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে গত ০৭/০৫/১৯৫৭ তারিখে অংশীদারী ফার্ম গঠনের বিষয়ে ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূল ঘটনাগুলো, উক্ত ফার্মের পরবর্তী পুনর্গঠন এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখের বিলুপ্তি দলিলের (সংযুক্তি-ডি) শর্তনুযায়ী চূড়ান্ত বিলুপ্তির বিষয়গুলো স্বীকার করেন। উক্ত বিলুপ্তির দলিল এর গর্ভে ১৪.০৫.১৯৫৭ তারিখে অংশীদারী ফার্ম গঠন এবং এর পরবর্তী পুনর্গঠন এবং ১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখে বিদ্যমান

অংশীদারদের মধ্যে ফার্মের জমি, নগদ অর্থ ও সুনাম ভিত্তিক শেয়ার আনুপাতিক হারে বন্টনপূর্বক উক্ত অংশীদারিত্ব ফার্মের চূড়ান্ত বিলুপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৫. হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারকগণ উভয় পক্ষের বক্তব্য গত ০৭.০৮.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে এই রুলটি চূড়ান্ত করেন।

৬. হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে রীট রেসপনডেন্টরা লিভ পিটিশনার হিসেবে এই আপীল বিভাগে ২০০৮ সালের ২২৩৭ নং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করেন এবং গত ০৬/০১/২০০৯ তারিখে লিভ মঞ্জুর হওয়ার ফলে ২০১০ সালের ১নং সিভিল আপীলের উদ্ভব ঘটে। এই আপীল বিভাগ আপীল শুনানী অন্তে গত ২৪/০৫/২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা আপীল মঞ্জুর করেন ।

৭. এই আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ২৪.০৫.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে রীট পিটিশনার-রেসপনডেন্টগণ রিভিউ পিটিশনার হিসেবে এই আপীল বিভাগে ২০১৭ সালের ৩১৫ নং রিভিউ পিটিশন দায়ের করেন।

৮. পিটিশনারগণের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব ফরিদ আহমেদ নিবেদন করেন যে বাংলাদেশ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ এর বিধান অনুসারে গঠিত একটি নিবন্ধিত অংশীদারী ফার্ম এবং সে কারণেই এটি নিজস্ব নামে স্থাবর সম্পত্তি রাখার এবং অর্পিত স্বত্ব ধারণ করার সক্ষমতা রাখে। তদানুসারে, ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের ২৭৮ নম্বর শিল্প প্লট ভূক্ত ০১ একর জমি সমন্বিত স্থাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে ইজারা দলিলের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত ও হস্তান্তরিত হওয়ার পরে উক্ত ফার্ম স্বত্ব অধিকারের মাধ্যমে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির মালিক ও দখলকার হয় এবং সে কারণেই অংশীদারি কোম্পানি থেকে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর করার জন্য একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিল প্রয়োজন। যেহেতু এটা স্বীকৃত যে, অংশীদারি ফার্ম কর্তৃক পৃথক অংশীদারের অনুকূলে সম্পত্তির স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার মত হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হয়নি সেহেতু অংশীদারদের নামে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে নামজারি স্পষ্টতই অবৈধ এবং এ কারণে এই আদালতের দেওয়া রায় পুনর্বিবেচিত হতে পারে।

৯. অন্যদিকে ১নং রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মহসিন রশিদ (তার সহযোগী আইনজীবী জনাব নাজনীন নাহারসহ) উপস্থিত হয়ে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় সমর্থন করেন।

১০. আমরা পিটিশনারগণের পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এবং রেসপনডেন্টগণের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের নিবেদনসমূহ বিবেচনা করেছি, তর্কিত রায় এবং নথিতে থাকা বিষয়াদি পর্যালোচনা করেছি।

১১. এটি স্বীকৃত যে, নালিশী সম্পত্তি নিরঙ্কুশভাবে ফার্মের স্বত্বাধীন বিধায় যতদিন অংশীদারিত্ব অব্যাহত থাকে কোনো অংশীদার উক্ত সম্পত্তির কোনও অংশ তার নিজের বলে দাবি করতে পারবেন না এবং কোনও একজন অংশীদার শুধুমাত্র তার অংশের মুনাফার অধিকারী হবেন। অংশীদারিত্বের অবসানের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ঋণ ও দায় পরিশোধের পরে ফার্মের স্থাবর সম্পত্তিসহ পরিসম্পদে তার অর্থের সমানুপাতে তিনি অংশ প্রাপ্য।

১২. ফার্ম বিলুপ্ত হওয়ার পরে প্রত্যেক অংশীদার ফার্মের যে অংশের অধিকারী ছিলেন, সে অংশের সম্পদের অধিকারী হবেন। অংশীদারিত্ব আইনের ৩২ ধারায় অংশীদারিত্ব থেকে অংশীদারের অবসর গ্রহণের বিধান রয়েছে কিন্তু এতে অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারের অংশ পৃথকীকরণের বিধান নেই। তবে এই বিষয়টি অংশীদারদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করার বিধান রাখা হয়েছে। ***অজুধিয়া পারশাদ রাম পারশাদ বনাম শ্যাম সুন্দর এবং অন্যান্য, এআইআর ১৯৪৭ লাহোর*****, ১৩** মামলায় বিচারপতি কর্নেলিয়াস আইনের এই বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, "এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিদ্যমান অংশীদারিত্বে অংশীদারের অংশ মূলত অস্থাবর সম্পত্তি, যদিও এই অংশীদারিত্বের সম্পত্তির কোনও অংশ স্থাবর হতে পারে"।

১৩. ***অ্যাডঙ্কি নারায়ণাপ্পা বনাম ভাস্কর কৃষ্ণপ্পা, এআইআর ১৯৬৬ এসসি ১৩০০,*** মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে "অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে অ্যাডঙ্কি পরিবারের অংশীদারদের মুনাফা হল অস্থাবর সম্পত্তি এবং সেই মুনাফা পরিত্যাগের প্রমাণিক দলিলটি নিবন্ধন আইনের ১৭(১) ধারার অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য ছিল না।"

১৪. এই ক্ষেত্রে ***লুঁই ইং পিং বনাম লিওন ফং এআই (১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৭৩*** মামলার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এখানে আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, "এ মামলায়, প্রতিপক্ষ অংশীদারিত্ব থেকে চুক্তির মাধ্যমে অবসর গ্রহণ করেছিলেন [প্রদর্শনী-২(ক)] এবং ২০,০০০/- টাকা নগদ অর্থের বিনিময়ে মতিঝিলে অবস্থিত জমি ও ভবনের অংশসহ তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। এই দলিলটি নিবন্ধন আইনের অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার দরকার ছিল না। ফলস্বরূপ, জমি ও বিল্ডিংয়ে তার অধিকার আপীলকারীর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যিনি তার সমস্ত সম্পদকে তার মালিকানায় রূপান্তর করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী নথিতে তার নামজারি করেছিলেন।"

১৫. ***এন খানদারভালি সাহেব (মৃত) পক্ষে বৈধ প্রতিনিধি এবং অন্য একজন বনাম এন গুড্ডু সাহেব (মৃত) এবং অন্যান্য (২০০৩)৩ এসসিসি ২২৯*** মামলায় প্রশ্ন উঠে যে অংশীদারী ফার্মের অবশিষ্ট সম্পদ অংশীদারী ফার্মের অবসানে যে রোয়েদাদের মাধ্যমে অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয় তা নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর ধারা ১৭ এর অধীনে নিবন্ধনের প্রয়োজন আছে কিনা। অংশীদারী ফার্ম বিলুপ্তির পরে অংশীদারদের মধ্যে হিসাবনিকাশের বন্দোবস্ত হয় এবং অংশীদারিত্বের সম্পদ

অংশীদারদের মধ্যে ফার্মে তাদের নিজ নিজ শেয়ার অনুযায়ী বিতরণ করা হয়। ফলে অংশীদারী ফার্ম বিলুপ্তির প্রেক্ষিতে প্রত্যেক অংশীদারকে সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টি ফার্মের সম্পদ হস্তান্তরের পর্যায়ে পড়ে না। ফার্ম বিলুপ্তির আগে প্রত্যেক অংশীদার যে পরিমাণ সম্পদের অংশীদার ছিল, বিলুপ্তির পরে প্রত্যেক অংশীদার সে পরিমাণ অংশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানার কোনও হস্তান্তর বা স্বত্ব অর্পন হয় না। অংশীদারী ফার্মের বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সম্পদ ভাগ বন্টনের এটি আইনসম্মত পদ্ধতি। সালিশের সিদ্ধান্ত বা অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক মীমাংসা, যেকোনভাবে সম্পদের ভাগ-বন্টন করা যেতে পারে। মামলায় যে দলিলে আপোষ নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ আছে তা হলো একটি রোয়েদাদ, যা রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্টের ১৭ ধারার অধীন নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই, কারণ এই দলিল কোন সম্পদের মুনাফা হস্তান্তর বা স্বত্ব অর্পন করে না।"

১৬. ***এস.ভি চন্দ্রা পন্ডিয়ান বনাম এস. ভি. শিবলিঙ্গ নাদার, (১৯৯৩) ১ এসসিসি ৫৮৯*** মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আরও সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, "দেনা পরিশোধের পর অংশীদারদের অংশে যে সম্পত্তি থাকে তা স্বাভাবিকভাবে তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন হবে কিন্তু যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে এটি অর্থ এবং অস্থাবর সম্পত্তি নয় তাই রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্টের ১৭ ধারার অধীনে নিবন্ধনের কোনো প্রশ্ন আসে না।

১৭. উপরোক্ত মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আরও সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, কেউ যদি রোয়োদাদ কে নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি ভাগাভাগি হিসেবে বিবেচনা করে সেক্ষেত্রে যেহেতু সেখানে কোনও হস্তান্তর, বিভাজন বা কোনও অধিকার অবসানের বিষয় নেই, সেহেতু নিবন্ধন আইনের ধারা ১৭(১) প্রয়োগের প্রশ্নই আসে না।

১৮. এই আপীল বিভাগ ***আয়কর কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা বনাম জুগি লাল কমলাপাট এআইআর ১৯৬৭ (এসসি) ৪০১*** মামলার উপরও নির্ভর করেছে। মামলাটিতে প্রশ্ন উঠেছিল যে, অংশ পরিত্যাগের দলিল নিবন্ধন না করাটা ব্যবসার সম্পদ নতুন অংশীদারীত্বে স্থানান্তরিত করাকে অবৈধ করে কিনা ।

১৯. উপরোক্ত মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মতামত নিম্নরূপ:

"এ মামলায় অংশ পরিত্যাগের দলিলটি কমলা টাউন ট্রাস্টের অনুকূলে অংশীদারী ফার্মের সম্পত্তিতে তিনজন সিংহনিয়া ভাইয়ের স্বতন্ত্র স্বার্থের বিষয়ে ছিল এবং ফলস্বরূপ, অংশীদারী ফার্মের সম্পত্তিতে স্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়নি এবং নিবন্ধন ছাড়াই বৈধ ছিল। এই দলিলটির ফলে অংশীদারিত্বের সমস্ত সম্পদ ফার্মের নতুন অংশীদারদের উপর ন্যস্ত হয়।"

২০. উপরে উদ্ধৃত মামলা বিবেচনায় আমরা দেখতে পাই যে, অংশীদারিত্ব বিলুপ্তির কোনও দলিল রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের ১৭ ধারার অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ অংশীদারদের অংশীদারিত্বের অংশ মূলত অস্থাবর সম্পত্তি যদিও অংশীদারিত্বের সম্পত্তির একটি অংশ স্থাবরও হতে পারে।

২১. পিটিশনারগণের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৭ আদেশের ১ বিধির আলোকে কোনও যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাই এই মামলায় হস্তক্ষেপের কোনও কারণ নেই বলে আমরা মনে করি।

তদানুসারে,এই সিভিল রিভিউ পিটিশনটি খারিজ করা হলো।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।